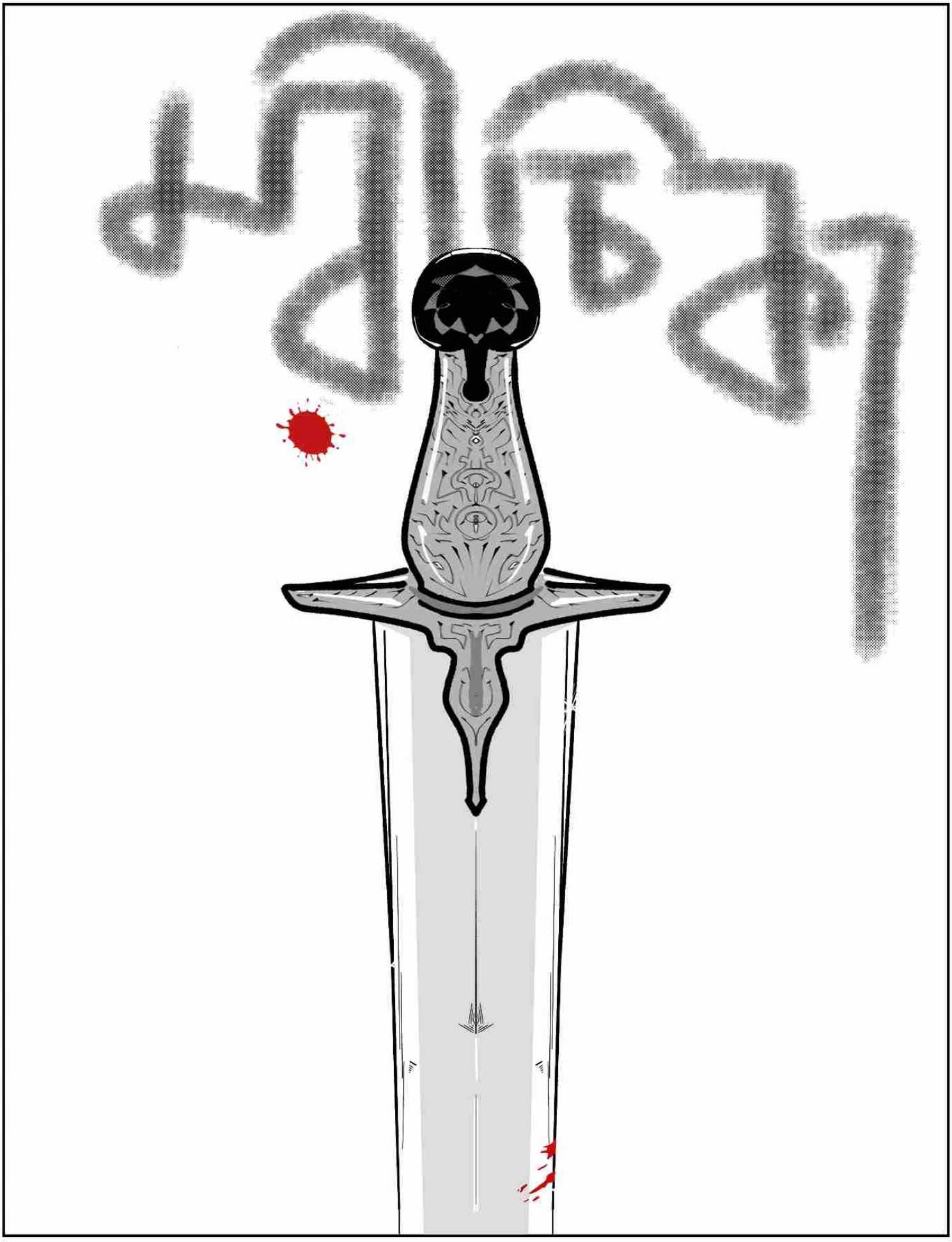

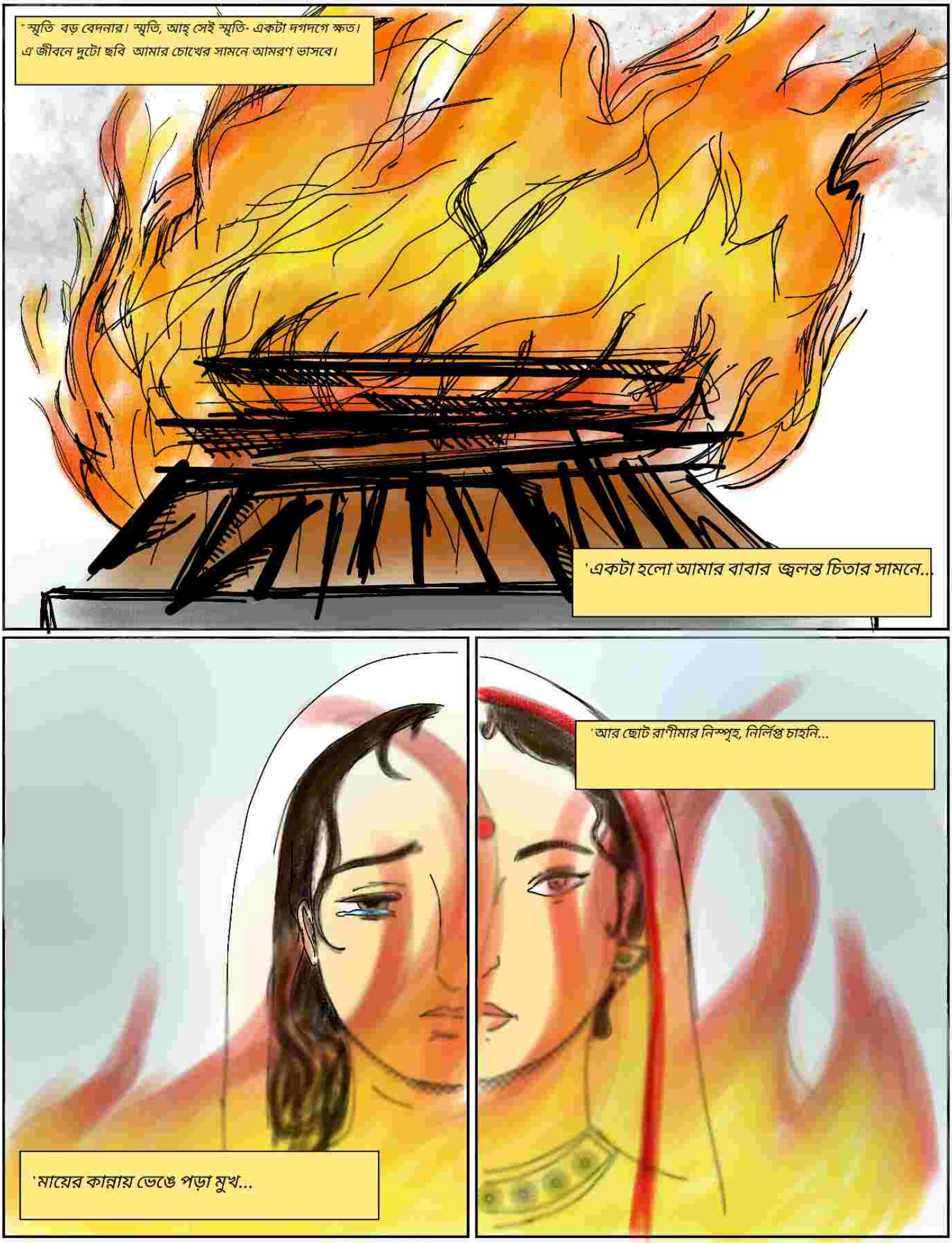

"স্মৃতি বড় বেদনার। স্মৃতি, আহ্ সেই স্মৃতি- একটা দগদগে ক্ষত।
এ জীবনে দুটো ছবি আমার চোখের সামনে আমরণ ভাসবে।
'একটা হলো আমার বাবার জ্বলন্ত চিতার সামনে...
'মায়ের কান্নায় ভেঙে পড়া মুখ...
'আর ছোট রাণীমার নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত চাহনি...

'বাবার মৃত্যুর পর জমিদারীর ভার নেন তাঁর ভাই বিজয়চন্দ্র চৌধুরী।

'মাধবকোটের স্বর্গতঃ জমিদার উদয়চন্দ্র চৌধুরীর শ্রাদ্ধশান্তি আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেননি বিজয়চন্দ্র।

'"বৌঠান, দাদার মৃত্যু হয়েছে বটে। কিন্তু চৌধুরী পরিবারে তোমাদের স্থান এতটুকু মলিন হবে না, তুমি এখনও চৌধুরী পরিবারের বড়বউ।"- মা-কে বলেছিলেন বিজয়চন্দ্র...

'মা ভেবেছিলেন বারাণসী চলে যাবেন। আমাকে নিয়ে। গেলে হয়তো দ্বিতীয় দৃশ্যটা আমায় কোনোদিন দেখতে হতো না...

'না। সে কথা বলার সময় এখনও আসেনি। ওই যে কথায় বলে না...

'"সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চাপড় খায়"

'শুরু থেকেই বলি। বাবার মৃত্যুর পরে কিছু মাস কেটেছে, তখনো শোক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারি নি...

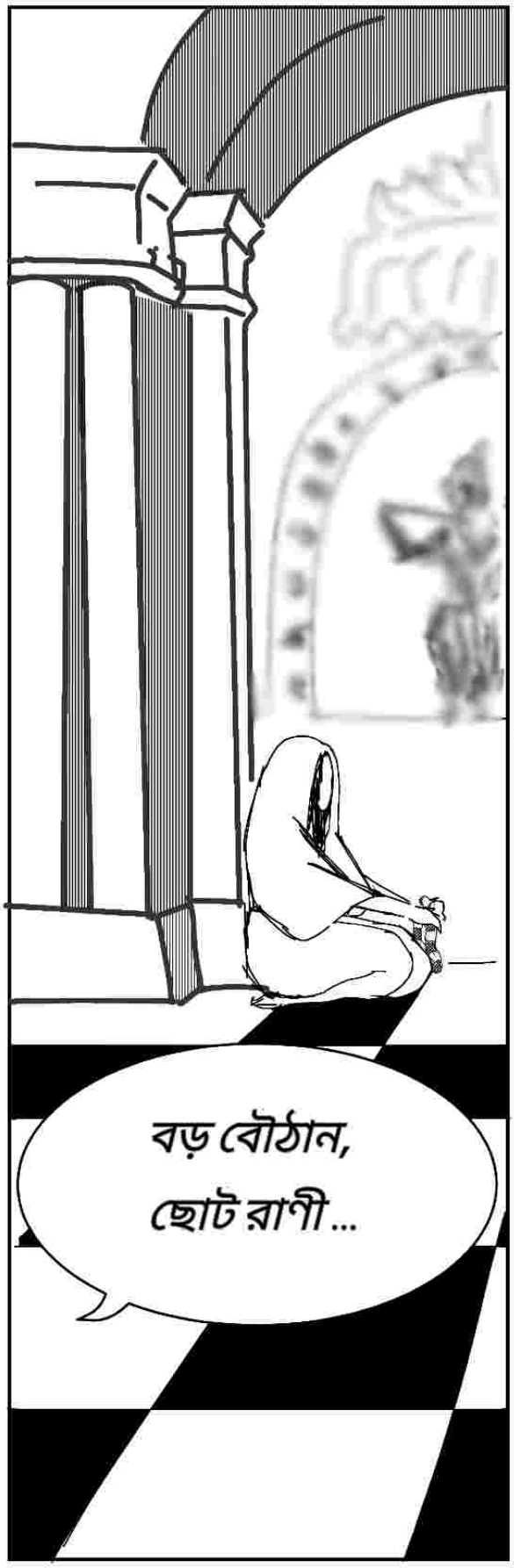

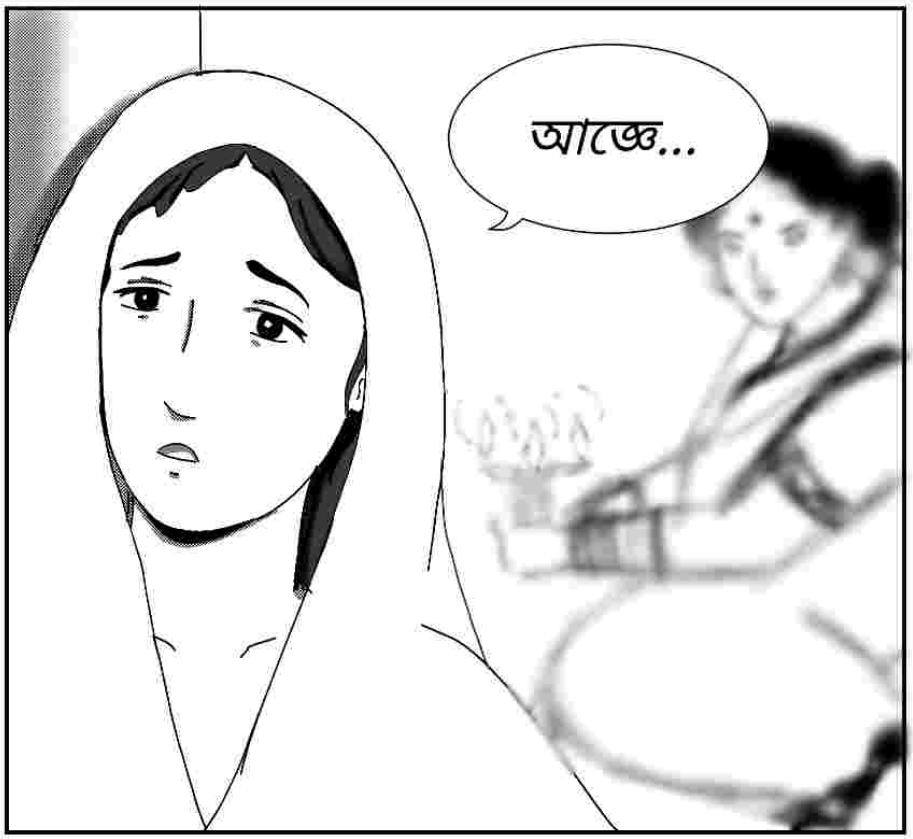

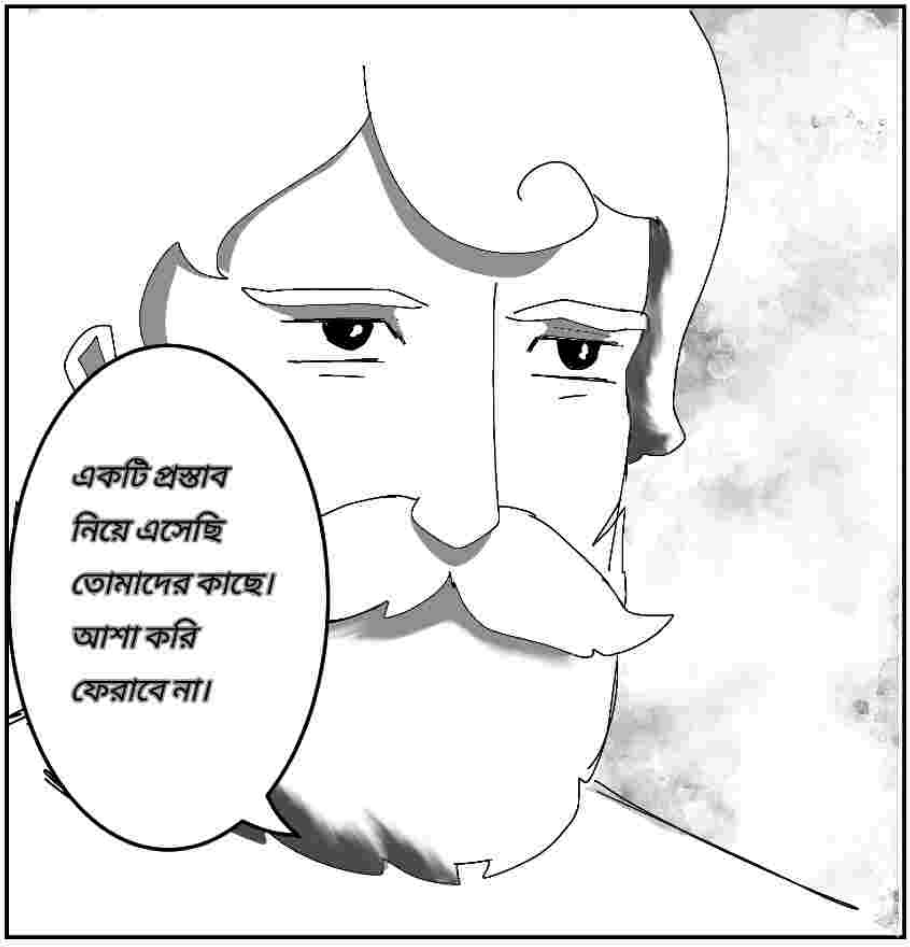

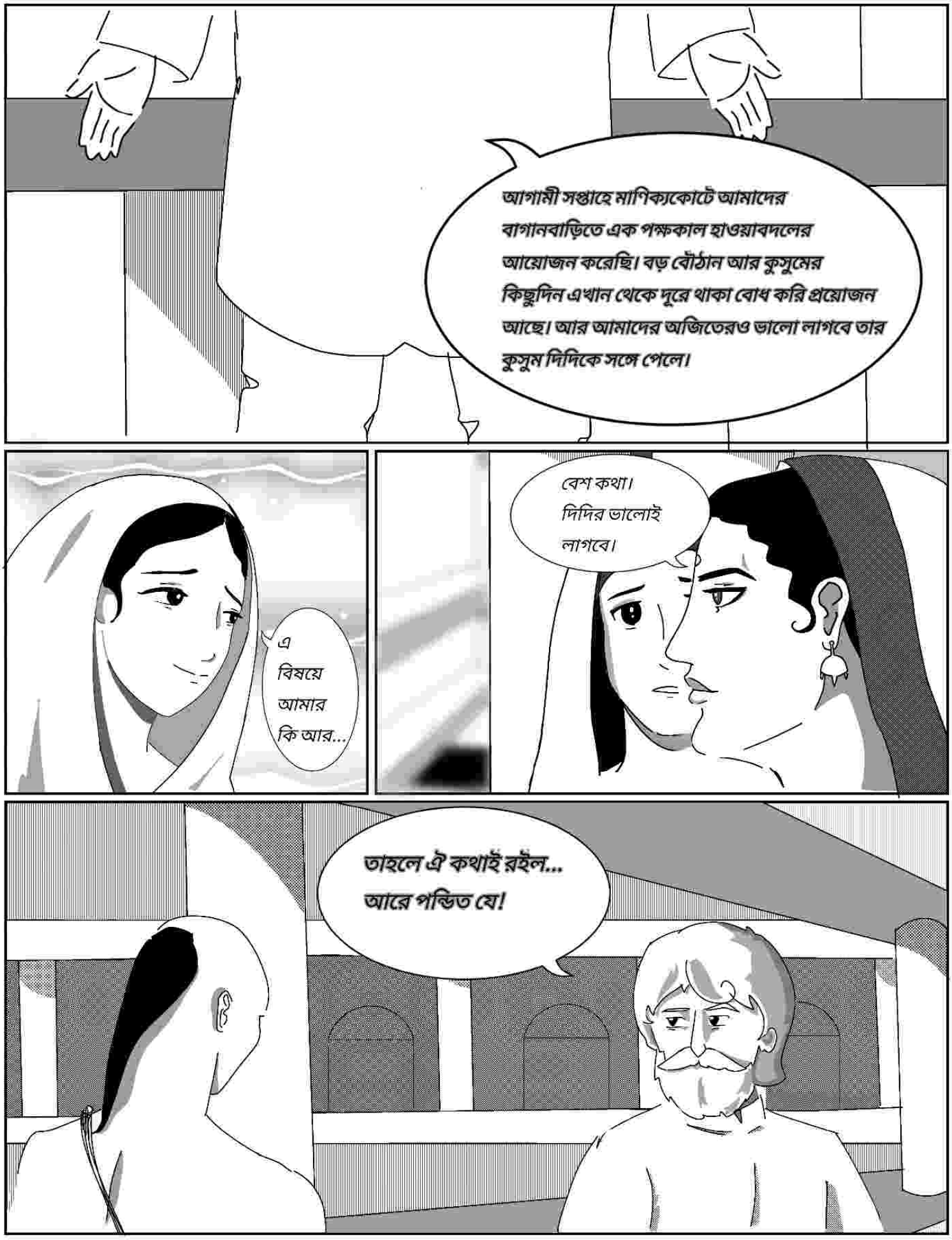
আগামী সপ্তাহে মাণিক্যকোটে আমাদের বাগানবাড়িতে এক পক্ষকাল হাওয়াবদলের আয়োজন করেছি। বড় বৌঠান আর কুসুমের কিছুদিন এখান থেকে দূরে থাকা বোধ করি প্রয়োজন আছে। আর আমাদের অজিতেরও ভালো লাগবে তার কুসুম দিদিকে সঙ্গে পেলে।
বেশ কথা। দিদির ভালোই লাগবে।
এ বিষয়ে আমার কি আর...
তাহলে ঐ কথাই রইল... আরে পন্ডিত যে!

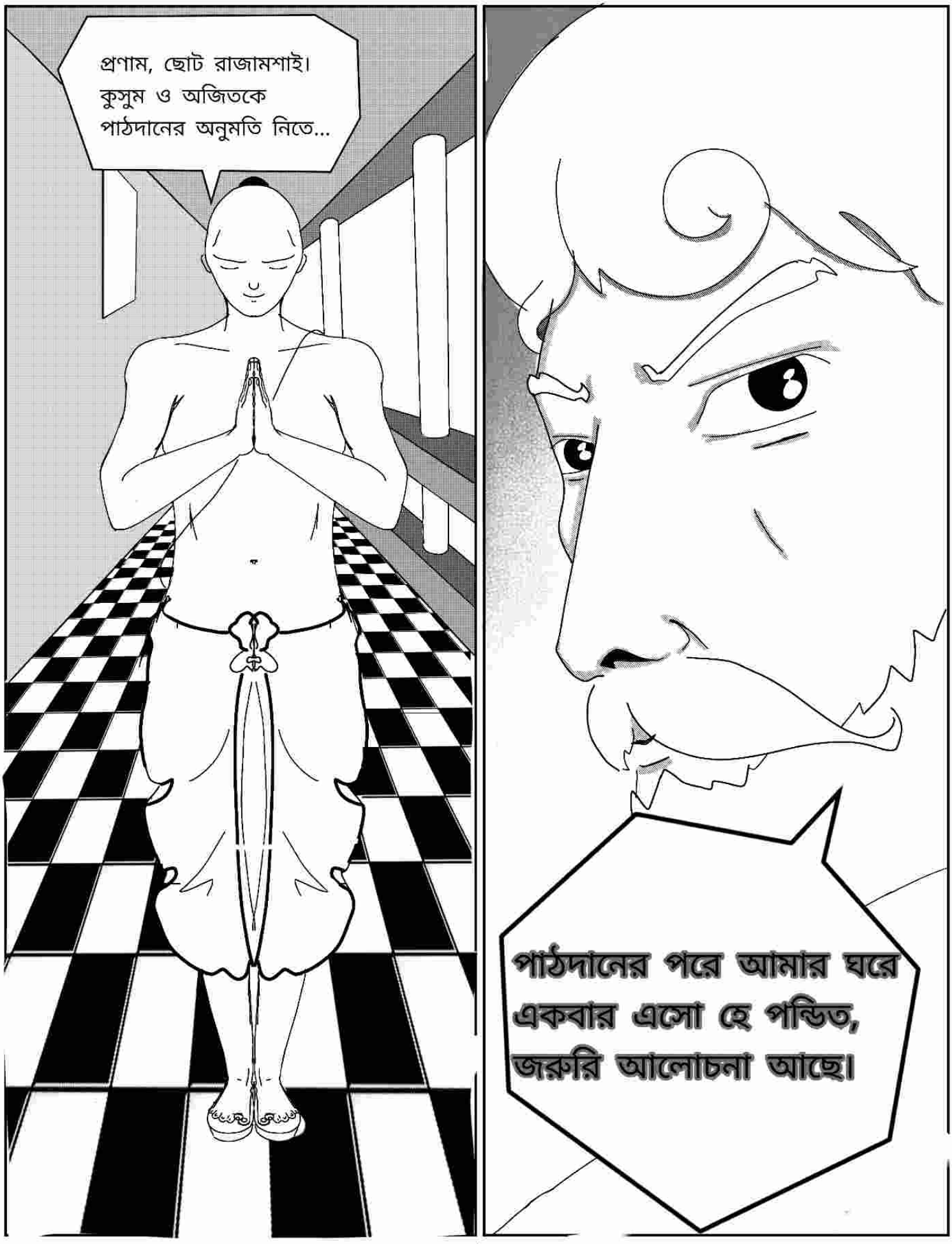
প্রণাম, ছোট রাজামশাই।
কুসুম ও অজিতকে
পাঠদানের অনুমতি নিতে...
পাঠদানের পরে আমার ঘরে
একবার এসো হে পন্ডিত,
জরুরি আলোচনা আছে।

কুসুম, পঠন-পাঠনে তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। দুর্ভাগ্য যে অদূর ভবিষ্যতে তুমি আর আমার ছাত্রী থাকবে না।
কেন, পন্ডিতমশাই?
আমার তো পাঠ নিতে ভালো লাগে।
অনতিকালের মধ্যেই তুমি বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠবে কুসুম। তোমার স্থান পাঠগৃহে নয়।
পাঠের প্রকৃত প্রয়োজন অজিতের। ভবিষ্যতে এই বিরাট জমিদারীর ভার তোমার উপরেই ন্যস্ত হবে।

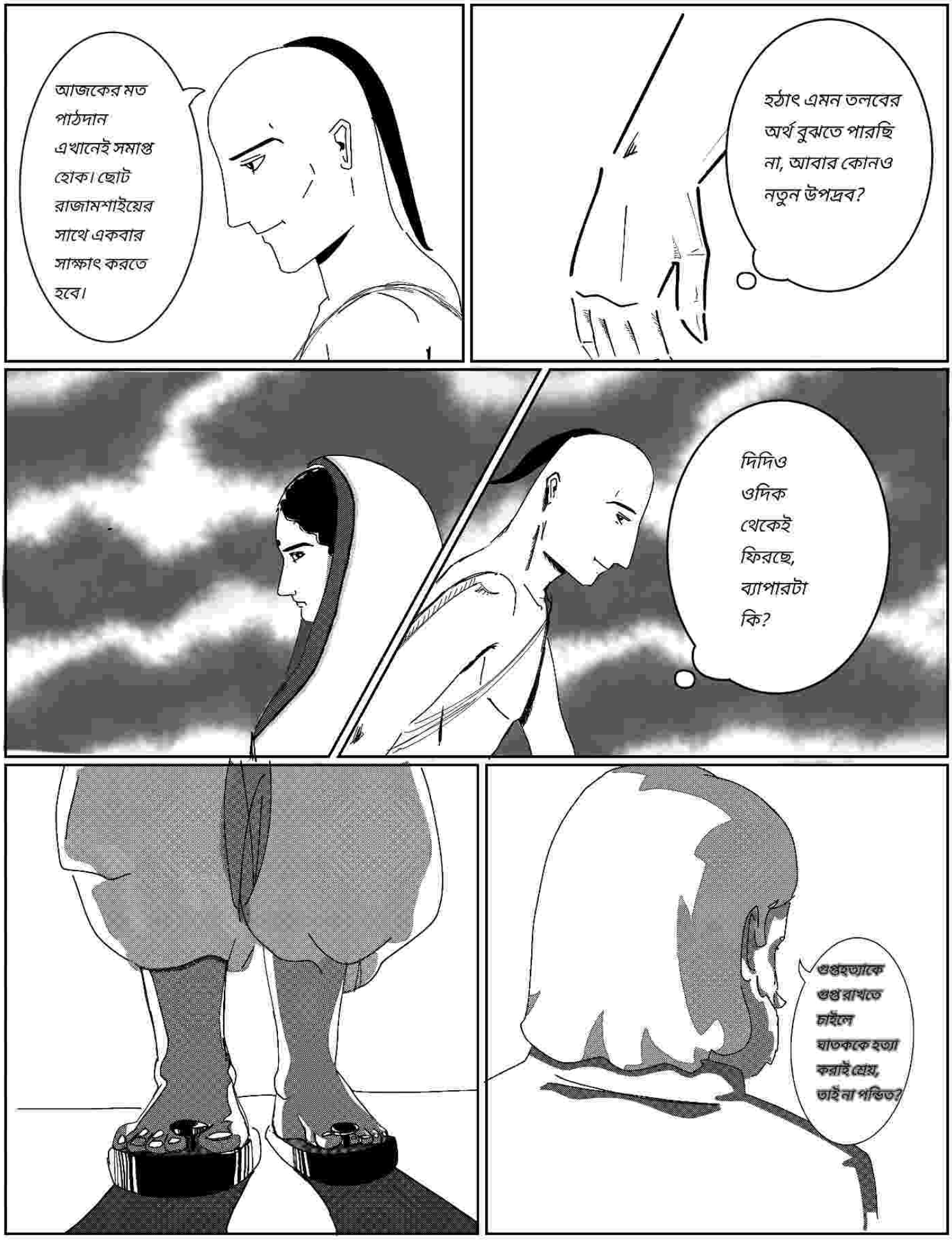
আজকের মত পাঠদান এখানেই সমাপ্ত হোক। ছোট রাজামশাইয়ের সাথে একবার সাক্ষাৎ করতে হবে।
হঠাৎ এমন তলবের অর্থ বুঝতে পারছি না, আবার কোনও নতুন উপদ্রব?
দিদিও ওদিক থেকেই ফিরছে, ব্যাপারটা কি?
গুপ্তহত্যাকে গুপ্ত রাখতে চাইলে ঘাতককে হত্যা করাই শ্রেয়, তাই না পন্ডিত?

...তাহলে তোমারও তো একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হয়, প্রিয় শ্যালক?
আজ্ঞে, রাজামশাই যা ভালো বোধ করেন। আমি তো কেবল হুকুমের দাস!
ক্রমশ...